প্রথম আলো

তারিখ 26 NOV 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানি অলিম্পিয়াডে পুরস্কার গ্রহণ করছে এক শিক্ষার্থী ● প্রথম আলো

উদ্ভিদবিজ্ঞান শিক্ষায় তরুণদের আগ্রহ বাড়াতে হবে

বাংলাদেশ বোটানি অলিম্পিয়াড-২০১৭

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মানুষের চাহিদা অনুসারে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। তাই তরুণ প্রজন্মদের মাঝে উদ্ভিদবিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহ আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য নতুন নতুন কৌশল অর্জন করতে হবে।

গতকাল শনিবার সকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে বাংলাদেশ বোটানি অলিম্পিয়াড-২০১৭ (ঢাকা অঞ্চল) উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য মীজানুর রহমান।

উদ্ভিদবিজ্ঞান-সংক্রান্ত জ্ঞানকে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে পৌঁছে দিতে প্রথমবারের মতো এই অলিম্পিয়াডের আয়োজন করে বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ। এতে বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং হামদর্দ ওয়াক্ফ বাংলাদেশ সহায়তা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করা হয়। এর একটি শোভাযাত্রা বিভিন্ন অনুষদ প্রদক্ষিণ করে। শহরের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিন শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়।

পরে এই শিক্ষার্থীদের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। ১০ জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করে তাদের সনদ ও পুরস্কার দেওয়া হয়।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মনিরুজ্জামান খন্দকারের সভাপতিত্বে বিভাগের শিক্ষক বিভাস কুমার সরকারের সঞ্চালনায় কোষাধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক স্বপন কুমার রায় প্রমুখ বক্তব্য দেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়র উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক কাজী সাখাওয়াত হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এ কে এম নজরুল ইসলাম, আবদুল আজিজ, শামীম শামছি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আজিজুর রহমান।